টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
R
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

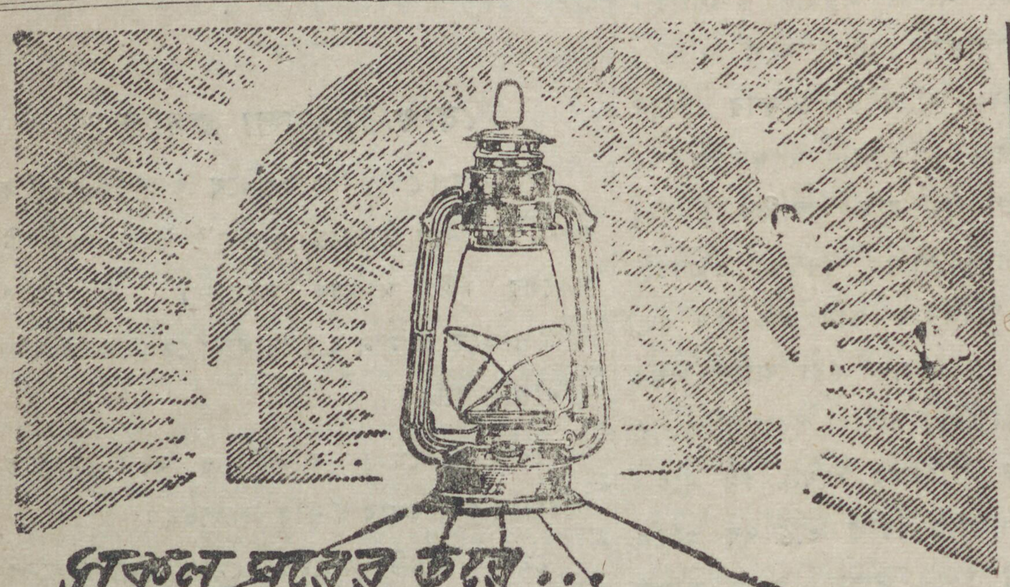

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮-ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৭ ইং 3rd Mar. 1971 { ৪০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার
পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.
খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
শুভ বিবাহে
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

মাঝ সমুদ্র হ'তে মাছ ধরে লোককে মাছ খাওয়াবে বলে ইউরোপ হতে মাছ ধরা জেলে ও জাহাজ এনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ যারা করে তাদের পরের ধনে পোদ্দারী দেখে এক ঝি-এর কথা মনে পড়ে হাসি পায়। ঝিকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—দিদি তুমি যদি অনেক টাকা পাও তবে কি কর? সে উত্তর দিয়েছিল—তখন আমি কলসী নিয়ে হেঁটে জল আনবো না। আমার ঝিয়ের কোলে চড়ে সোনার কলসীতে জল আনবো।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ মৃত্যুর সান্ত্বনা ॥

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতির তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল। প্রথম অঙ্ক নির্বাচনীপর্ব লইয়া, দ্বিতীয় অঙ্কে এই রাজ্যের শিল্পোৎপাদনের জাহান্নামত্ব প্রাপ্তি—ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। শেষ অঙ্কটি হইল অসহায় মরণাপন্ন রোগীদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌছানর কাজটি ত্বরান্বিত করার। বিগত কয়েকদিন হইতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস-স্টাফদের কর্মবিরতি চলিতেছিল। ইহার সংক্রমণ আর আর প্রধান হাসপাতালগুলিতে প্রতীক ধর্মঘটের আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে রোগী ভর্ত্তি বন্ধ অথবা রোগীর পরিচর্যা শিথিল হয়।

সুস্থ মানুষের হাসপাতাল যাইবার প্রয়োজন কী? নিতান্ত নাচার অবস্থাতেই লোকে হাসপাতাল যায়। প্রথমতঃ রোগের জটিলতা অথবা রোগাক্রমণের তীব্রতার জন্য, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক দিকের জন্য এবং তৃতীয়তঃ ভাল ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভের আশা। চিকিৎসার ব্যাপারে সারা ভারতে কলিকাতার একটি বিশেষ স্থান আছে। হাসপাতালের কর্মবিরতি অসুস্থ ও অসহায় মানুষকে কী শোচনীয় অবস্থায় লইয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

আলোচ্য ধর্মঘটের ফলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি বন্ধ ছিল। আসন্ন-প্রসবার যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি, মারাত্মক রোগাক্রান্ত সংজ্ঞাহীন রোগীদের পরিজনদের উদ্বেগাকুল চাহনি ও গভীর নৈরাশ্য, সময়মত ভর্ত্তি করার অভাবে কোন কোন হতভাগ্যের মৃত্যুবরণ এবং সর্বোপরি অঢেল পয়সাহীন চিকিৎসাবঞ্চিত সাধারণ মানুষদের আপন আপন অভিশপ্ত জীবনের জন্য গ্লানিবোধ প্রভৃতি সব চিত্রই আমরা অনুমান করিয়াছি। হাসপাতালের রোগীদের মোটা অংশ দরিদ্র। মোটা দর্শনী দিয়া বাহিরের ডাক্তার দেখান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি অসম্ভব চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপে আনুষঙ্গিক আর্থিক চাহিদা মিটান। কলিকাতাবাসীদের বেশীর ভাগেরই বাসগৃহে মাথাটুকু গুঁজিবার স্থান এত কম যে, রোগীর জন্য বিশেষ স্থান বরাদ্দ করা আদৌ সম্ভব হয় না। মফঃস্বলের রোগী যাঁহারা রোগজটিলতার জন্য কলিকাতা যান, তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। এমত অবস্থায় হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি বন্ধ হইলে এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

কাজেই হাসপাতালে ধর্মঘট এক অমানবিক ব্যাপার। কি চিকিৎসক, কি অন্যান্য হাসপাতাল-কর্মী—প্রত্যেকে সেবার মহান্ ব্রত লইয়া কাজ করিবেন ইহাই আশা করা যায়। কোন অভিযোগ, কোন অন্যায়ের প্রতিবিধান অবশ্যই চাহিতে হইবে। আর তাহার জন্য আন্দোলন করার নিন্দাও আমরা করি না। কিন্তু আর্তদের মারিয়া সেই আন্দোলন কিংবা সমস্যা-সমাধানের পথ বাহির করা কি সমর্থন করা যায়? যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ধর্মঘট রাজ্য-স্বাস্থ্যসচিবের সহিত হাউস স্টাফদের একটা বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, ইহার জন্য এতদিন ধরিয়া ধর্মঘট চলিল কেন? আর্ত-পীড়িতদের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলার অধিকার কোথা হইতে পাওয়া গেল? সকল বিরোধেরই মীমাংসার পথ আছে, অভাব-অভিযোগেরও প্রতিবিধান করার সূত্র পাওয়া অসম্ভব নয়। হাসপাতালের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে এক অস্বাস্থ্যকর মানসিকতা বিরাজ করিবে—কোন্ মানুষ ইহা বরদাস্ত করিতে পারে? রোগীদের প্রেষ্টিজ-ফাইট চালান আমাদের বন্য-বর্বর প্রবৃত্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সরকার, স্বাস্থ্যদপ্তর ও হাসপাতাল কর্মী—সকলের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা আর কিছু পারুন বা না পারুন অতঃপর রোগীদের অন্ততঃ চিকিৎসিত হইয়া মরিবার সান্ত্বনা টুকু দিন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক মৃত্যুযজ্ঞে এই প্রকারের আহুতি কাম্য নয়।

বোখারা মেলা প্রসঙ্গে

গত ২৮শে পৌষ '৭৭ তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত "নাম ভাঙ্গিয়ে খাওয়া" শীর্ষক সংবাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বর্ষে বোখারা মেলাতে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে।

বোখারা মেলা কমিটি এ বছর মেলাতে পুরোদমে জুয়াখেলার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মেলা কমিটি তাঁদের মেলা পরিচালনের অসামর্থ্য হেতু মেলার লাইসেন্স ৩৫০৲ টাকার বিনিময়ে এক জুয়ারীকে হস্তান্তরিত করেছেন।

মেলাতে বিগ্রহের সোনার গহনাপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত হয়, তা হঠাৎ প্রকাশ হওয়া মাত্র বিগ্রহ বাবদ সমস্ত টাকা পয়সা মিটিয়ে বিগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠান হয়।

মেলা কমিটির তরফ হতে বিভিন্ন দোকানে যে মিষ্টি ও অন্যান্য সামগ্রী কেনা হয়, তাদের দাম পরিশোধ না করায় দোকানদারগণ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে প্রস্থান করেন।

মেলার লাইসেন্স বিক্রী বাবদ যে ৩৫০৲ টাকা সংগৃহীত হয়, সে টাকা "বোখারা হাই স্কুল" ফণ্ডে জমা পড়ার কথা, কিন্তু সে টাকা এখনও জমা পড়ে নি।

—সংবাদদাতা

কংগ্রেসকে কবর দিন

—শ্রীপার্থসারথি রায় চৌধুরী

পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা কোরতে গিয়ে নেপোলিয়নের একটা স্বীকারোক্তি মনে পড়ে গেল। তিনি লিখছেন—'I was obliged to daunt Europe by arms ; in the present day the way is to convince by reason.' যে কথা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে একজন সম্প্রসারণবাদী, স্বৈরাচারী রাজা উপলব্ধি কোরতে পেরেছিল, আজ প্রগতির যুগে মানব সভ্যতার চরম সাফল্যের যুগে সমাজতন্ত্রের রথী মহারথীরা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না যে নিছক পশু শক্তিকে আশ্রয় কোরে মানুষের তিলমাত্র কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। বাংলা দেশের রাজনীতিতে এর পূর্ব্বে হিংসা ছিল না এ কথা বোল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে, রাজনীতিতে হিংসার অনুপ্রবেশ সে দিনও ঘটতো কিন্তু আজকের মত রাজনীতির গোটা আঙ্গিনাটাই সে দিন জিঘাংসার কালিমায় কলুষিত ছিল না। গণতন্ত্রের চোরা পথ দিয়ে নয়া ফ্যাসিবাদ বাংলা দেশটাকে বধ্যভূমিতে পরিণত কোরেছে—তাই স্বাভাবিক কারণেই Reasoning শব্দটা এ দেশের রাজনীতিতে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হোয়ে পড়েছে তাই আজ চতুর্দিকে কেবল মৃত্যুর Resonance.

'৬৭টিতে শপথ নিন কংগ্রেসকে কবর দিন'—আজ মৃত্যুলীলার শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে ৬৭, ৬৯ এর সেই শ্লোগান মুখর দিনগুলোর কথা বার বার মনে পড়ে যায়। সে দিন এই ফ্যাসিষ্ট শ্লোগানের কোরাসে বাংলার প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠন অংশ গ্রহণ কোরেছিল। মনে পড়ছে মাঠে ময়দানে নেতাদের দৃপ্ত ভাষণ—বাংলার লক্ষ কোটি মানুষকে শোষণ থেকে বৈষম্য থেকে মুক্তির রঙ্গিন প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি পালনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কতটা আন্তরিকতা ছিল সেটা পরবর্ত্তী বৎসরগুলোতে এ দেশের মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরেছে। অনেক আশা নিয়ে বাংলার মানুষ সেদিন 'নীরব বিপ্লবের' মাধ্যমে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের দাম্ভিকতা এবং হৃদয়হীনতার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ উদ্দেশ্য প্রণোদিত দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নির্ম্মমভাবে বলি দিয়েছে।

৬৭'র দ্বিধা বিভক্ত তকমাআঁটা বামপন্থীজোট নির্ব্বাচনের পর দুই দুই বার দলীয় ক্ষমতার পাঞ্জাকোষে পরস্পরের মধ্যে যে গালাগালির সম্পর্ক ছিল সেটা হঠাৎ রাতারাতি গলাগলির সম্পর্কের দিকে মোড় নিল—বাংলার চিয়াং কাইশেক গান্ধীবাদ অজয়বাবুর নেতৃত্বে গঠিত হোল মার্কসবাদী আধা মার্কসবাদীদের সমন্বয়ে যুক্ত রাজনৈতিক মোর্চা—উদ্দেশ্য বাংলার শোষিত জনগণের কল্যাণ সাধন। বেশি দিন অতিবাহিত হোল না যে গদির লালসা গান্ধীবাদী সুভাষবাদী মার্কসবাদীদের অশুভ মিলনকে সম্ভব কোরেছিল সেই গদীর ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত কোরবার জন্যই বাংলা দেশে ঘৃণিত হিংসাশ্রয়ী দলীয় রাজনীতির সূচনা হোল। গান্ধীবাদ সুভাষবাদ মার্কসবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমের হিংসা-সলিলে বাংলার আশা ভরসা, বাংলার ভবিষ্যত নিমজ্জিত হোল—কল্যাণী বাংলার অপমৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলার গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্ব্বত্র চোলেছে গুণ্ডামীর বীভৎসতা, মৃত্যুর পৈশাচিক উল্লাস আর এর সমস্তই সংঘটিত হোচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের নামে!

গত তিন চার বৎসরে কত সম্ভাবনাময় জীবন অকারণে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির শিকার হোয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু—শিক্ষক, ছাত্র, সরকারী কর্ম্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, তরুণ, বৃদ্ধ কেউই মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারল না। কোন কোন মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করা হোল অর্থাৎ সেই শোক মিছিল শহীদ বেদীতে মাল্যদান প্রভৃতি আবার অনেক মৃত্যু শুধু প্রিয়জনের দু'ফোঁটা চোখের জল সম্বল কোরে নিঃশব্দে এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া চিরতরে ত্যাগ কোরে চোলে গেল।

যে কারণে এথোরার বৃদ্ধ প্রধান শিক্ষককে হত্যা করা হোয়েছে, যে কারণে কৃষ্ণ, মলয়, প্রণবের মৃত্যু হোয়েছে ঠিক সেই কারণেই কমঃ জীবন মাইতি এবং সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্তবাবুর দেহাবসান হোয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই হত্যার রাজনীতি এই ঘৃণ্য জিঘাংসার রাজনীতি তো ৬৭'র পূর্ব্বে বাংলা দেশে ছিল না তবে কোন রাজনৈতিক সংগঠন বাংলার কোন ফ্যাসিষ্ট নেতৃত্ব এদেশে কুৎসিত হত্যার রাজনীতি আমদানি কোরল? এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে বের কোরবার দায়িত্ব আজ আমাদেরই নিতে হবে। ৬৭'র পূর্ব্বে বাংলার শাসন যখন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ছিল, যেদিন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিতে বামপন্থী নেতাদের হৃদয় উদ্বেল হোয়ে উঠতো সেদিন তো এইভাবে তাজা প্রাণ-গুলো, নির্বিরোধী বৃদ্ধ মানুষগুলো মৃত্যুর পথে নিঃশেষ হোয়ে যেত না।

মলয়, প্রণব, জিতেন, কৃষ্ণ, জীবনবাবু, হেমন্তবাবু এঁদের কথা আমরা জানি কিন্তু জানি না আমাদের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন হাজার হাজার ভাইয়েরা যে তাদের মায়ের কোল খালি কোরে চোলে গেল—এর জবাব কে দেবে? শোকমিছিল কোরে, বাণী পাঠিয়ে নির্ব্বাচনে সাফল্যের পথ হয়তো প্রশস্ত হয় কিন্তু পুত্রহারা স্বামীহারা মায়ের শোকোদ্বেল হৃদয় শান্ত হয় না।

যে দিন এথোরার বৃদ্ধ প্রধান শিক্ষককে কোন এক রাজনৈতিক দলের ভারাটে গুণ্ডারা বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা কোরেছিল, ফ্রন্টভুক্ত কোন নেতা সে দিন মুখব্যাদন পর্য্যন্ত করেন নি।

যে দিন মলয় প্রণবকে হত্যা কোরে তাদের রক্ত তাদের মায়ের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে ছিল সেদিন তো কোন নেতাই এগিয়ে যান নি পুত্রহারা মায়েদের সান্ত্বনা দিতে!

তাই সেদিন হেমন্তবাবুর শোক-মিছিলে পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে একটা প্রশ্নই শোকাহত মনকে অশান্ত কোরে তুলছিল—এরও কি প্রয়োজন ছিল? আজীবন সংগ্রামী, নেতাজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর বাংলার মানুষের কাছে কি এই পাওনা ছিল? Violence begets greater violence একথা ৬৭টিতে ফ্রন্টের কোন নেতৃত্বই উপলব্ধি কোরতে সক্ষম হন নি আর সেই অক্ষম অপরিণামদর্শী-নেতৃত্বের জন্যই আজ হেমন্তবাবুর মত মহান ব্যক্তির জীবনের মূল্য দিয়ে সেই আত্মঘাতী ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হোচ্ছে।

কংগ্রেসকে কবর দেবার রাজনীতি কতদূর সফল হোয়েছে না বিফল হোয়েছে সেটা আগামী দিনের বিচার্য্য বিষয় তবে এ কথা স্বীকার কোরতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না যে, যে সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ৬৭ এবং ৬৯ এ কংগ্রেসকে কবর দেবার জন্য নির্ব্বাচনী পরিবেশ অহেতুক গরম কোরে তুলেছিলেন তাঁরাও আজ ঐ কবরের বীভৎস অন্ধকারের পথে যাত্রা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলা দেশটাও আজ কবরের পথে এগিয়ে চোলেছে তিল তিল কোরে।

আজ এ কথাই প্রমাণিত হোয়েছে যে কবরের রাজনীতি আর মানুষের কল্যাণের রাজনীতি একাসনে উপবেশন কোরতে পারে না যদি করে তবে হেমন্তবাবুর মত মানুষের জীবনের মূল্য দিয়েই সেই অশুভ আঁতাতের খেসারত দিতে হয়।

আজ তাই নির্ব্বাচনের প্রাক্‌কালে বাংলার প্রতিটি সুস্থ নির্বাচককে ভাবতে হবে যে গুণ্ডাশাহীর নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাংলা ৬৭'র সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সৌহার্দ্যের দিনগুলিতে ফিরে যাবে কিনা, বাংলার বুকজোড়া জিঘাংসার এই অমানিশা দূর হোয়ে যাবে কি না, বাংলা আবার সমৃদ্ধির পথে সুখী ভবিষ্যত রচনার পথে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হবে কি না। বন্দেমাতরম্‌

লোকরঞ্জন শাখার অভিনয়

প্রচারধর্ম্মী নাটকে নাটকীয় উপাদান খুব বেশী থাকে না। নাটক বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় এই জাতীয় নাটকে নাটকের মূল ধর্ম্মের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেই রকম দুইটী নাটক ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর ফৌজদারী রিক্রিয়েসন রঙ্গমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্ত্তৃক অভিনীত হয়ে গেল। প্রথম দিনের নাটিটি হচ্ছে "পারঘাট" বিষয়বস্তু হচ্ছে 'এন্টিহোর্ডিং' দ্বিতীয়টী "তিলোত্তমা" অর্থাৎ স্বল্প সঞ্চয় স্কীম। প্রতিদিনই অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়েছিল। আগেই বলেছি নাটক দুইটী প্রচারধর্ম্মী কিন্তু শিল্পীদের অভিনয় চাতুর্য্যে নাটকের যা কিছু দোষ ত্রুটি সব চাপা পড়ে গিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ও দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সারা মুক্তাঙ্গন আনন্দ-মুখর হয়ে উঠে।

অনাড়ম্বর দৃশ্যপট ও বাহুল্য বর্জ্জিত আলো সত্যই মায়াজাল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

নির্ব্বাচনী ষ্টান্ট

একদেহে এক মাথা দেখে সবলোকে
রাষ্ট্রদেহে কত মাথা দেখ স্পষ্ট চোখে।
যত দল তত নেতা রাষ্ট্র কিন্তু এক
মুখে কত বড় বুলি ধর্ম্মে কিন্তু বক।
নির্ব্বাচন এলে পড়ে মুখে ফুটে খৈ
দফায় দফায় প্রতিশ্রুতি না মিলে তার থৈ।
প্রথম মস্তকধারী বড় 'হা' করে
সমাজতন্ত্রের বুলি অবিরল ঝারে।
দ্বিতীয় মস্তক বলে মুখভঙ্গী করি
শাসন করিব ঠেসে ভোটে যদি তরি।
তৃতীয় মস্তক শুধু থাকিয়া নির্ব্বাক
জনগণে চাহে কিন্তু করিতে অবাক।
চতুর্থ মস্তক হাসে দন্ত বা'র করি
রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিব—হিংসা দূর করি।
পঞ্চম মস্তক বলে মোর নাই ভীতি
সাধ আছে দেশ হতে তাড়াতে দুর্নীতি।
ষষ্ঠ মাথা বলে দেশে না রাখিব চোর
নির্ব্বাচনী বুলেটিনে হক কথা মোর।

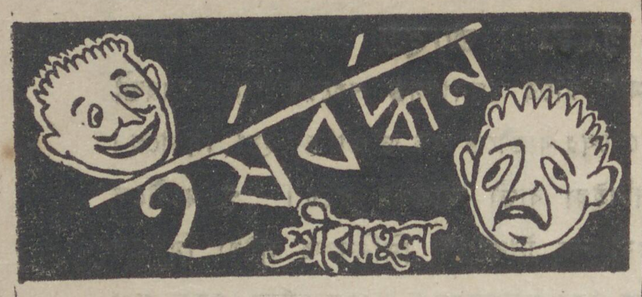

জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম প্রার্থী শ্রীআশুতোষ ডোম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি নির্বাচিত হলে বিনা খরচায় শবদাহের ব্যবস্থা করবেন।

—আশুবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবেন। তবে শবটা কাদের? তাঁর পক্ষের ভোটারদের না, বিপক্ষের?

* * *

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে বলেছেন যে, ভোট না দিলে বোমাবাজি, সন্ত্রাস বাড়বে।

—ভোট দিলে বোমা, না দিলে বোমা!
শ্যাম-কুল কী রাখি গো মা?

* * *

বরানগরে নির্বাচনে অজয়বাবুর মুখ্য নির্বাচন এজেন্ট শ্রীদেবী ঘোষাল এবং জ্যোতিবাবুর শ্রীজ্ঞান মুখার্জি নিজ নিজ প্রার্থীর জয় সম্বন্ধে 'ডেড-সিওর' বলে প্রকাশ।

—আখেরে ত একজন 'সিওর'? অপরজন 'ফেড' (ডেড বলতে নেই) হবেন!

* * *

প্রধান মন্ত্রী উবাচঃ সরকার পশ্চিমবঙ্গে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত।

—আভি মওকা মিলা।

* * *

"জ্যোতিঃ+অজয়=জ্যোতিরজয়"

—মৎপুত্র হাবার অনিপাতন সন্ধি।

—সন্ধির আচ্ছা হাতেখড়ি!

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে বহুদিন পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কোন এক নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'নির্ব্বাচনে বৈপরীত্য' নামক শিরোনামা দিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা আবার এক আসন্ন নির্ব্বাচন প্রাক্কালে সেই বিস্মৃত অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। —সম্পাদক

নৃপ নন্দন ভোট রসে রসিয়া
পরিধান ধুতি খদ্দর কষিয়া
দ্বিজ নন্দন চন্দন-পুষ্প করে,
অতি হীনজনে ধরি তুষ্ট করে।
(যিনি) বিপ্রকুলোদ্ভব বর্ণ গুরু
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু
ধরি বিপ্রপদে নত শূদ্র কহে—
ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে।
নত জানু হ'য়ে মম জানু ধরি,
তব সূত্র-শিখা অপমান করি,
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
হীরক ফেলি ছি কাচ নিলে।
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী,
চলে বিদ্যান উদ্যান-পাল-বাড়ী।
(কত) শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে,
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য ক'রে।
ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে ত্যানা কহে,
(বলে) তেনু কাকা বাড়ীতে আছ হে
যিনি—তস্কর দল-পতি দৈত্যগুরু,
তিনি বাক্য দানে আজি কল্পতরু।
ঠেলি নর্দ্দমা-কর্দ্দম অর্দ্ধ রাতে,
কত মর্দ্দজনে ফিরে ফর্দ্দ হাতে।
আজি কোন্ দলে কোন্ দলে কোন্দল হে—
অহিংস দলে শুনি হিংস নহে
তবে কঙ্গরসে দেখি ভঙ্গ রণে
সদা শঙ্কিত কেন এ বিপক্ষগণে?

নির্বাচনী জনসভা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের এস, ইউ, সি প্রার্থী সুকোমল দাশগুপ্ত ও জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এস, ইউ, সি প্রার্থী অচিন্ত্য সিংহের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী। তিনি যুক্তফ্রন্টের তের মাসের রাজত্বের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার মূলে কোন কোন পার্টি দায়ী সে কথা বিশ্লেষণ করেন। সভায় বিশেষ জনসমাগম দেখা যায় নি।

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ :—

৪নং ফরম

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক

৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
জাতি—ভারতীয় নাগরিক
বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—
স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও
শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত
পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

আমি, শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ রঘুনাথগঞ্জ
৩রা মার্চ্চ, ১৯৭১

স্বাঃ—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত,
প্রকাশক।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.E

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকাতি

গৃহস্বামী আহত

গত ১লা মার্চ্চ মধ্য রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের অনতিদূরবর্ত্তী চড়কা গ্রামে রেজাবুল সেখের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বোমা ফাটাইয়া বাড়ী আক্রমণ করে। গৃহস্বামীকে নির্দ্দয়ভাবে জখম করিয়া বহু টাকা ও জিনিসপত্র লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নি।

গলায় দড়ি

বোথারা গ্রামের শ্রীসেনটু সূত্রধর (২২) গত ২০।২।৭১ তারিখে সন্ধ্যার পর এক গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে তার শ্বশুরমশায় শ্রীখগেন সূত্রধরের ইদানীং ঘর-জামাই ছিল। পারিবারিক কলহ এই পরিণতির কারণ বলে জানা যায়।

সিঁদেল চোর ধরতে গিয়ে ফ্যাসাদ

তেলাঙ্গল গ্রামের শ্রীকানু মণ্ডলের গৃহে গত ১৬।২।৭১ তারিখে রাত্রিতে সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করলে গৃহস্বামী (৫২) চোরকে জাপটে ধরেন এবং তৎক্ষণাৎ আর একটি চোর সিঁদকাঠি দ্বারা গৃহস্বামীর মাথায় আঘাত করে এবং পরে সিঁদকাঠি দিয়ে শ্রীমণ্ডলের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়। পরে তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় এবং সেখানে কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। কাহাকেও গ্রেপ্তারের কোন খবর পাওয়া যায় নি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১

২০ স্বত্ব/৭০ ডিঃ তুফানী দাস দিং দেঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ২৫৭-২৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সুজাপুর ২-২৯ শতকের কাত ১·৫০ টাকা আঃ ১০০৲ খং নং ৬৭

* আই, সি, আই পেইণ্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা :—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯